দৈনিক সংবাদ 014

তারিখ 02 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার নির্দেশ প্রদান ও প্রত্যাহার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১লা ফেব্রুয়ারী।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার জন্য উপাচার্য আজ নির্দেশ প্রদান করে পুনরায় সে নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে উপাচার্য অসুস্থ থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের আজকের নির্ধারিত সভাটি হতে পারেনি।

আগামীকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যাপারে উপাচার্য আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক লিখিত নির্দেশ দেন। উপাচার্যের চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসভবনের সামনে উপস্থিত দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নির্দেশ পড়ে শোনান। এরপর রেজিষ্ট্রার ১০টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে যান। বিকেল ২টার দিকে উপাচার্য আরেকটি নির্দেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার নির্দেশটি বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

রেজিষ্ট্রারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়। চ্যান্সেলরের এক নির্দেশের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এদিকে সিণ্ডিকেটের ৩ জন সদস্য এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ রাখার আদেশের নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

উপাচার্যের বক্তব্য

শনিবারের ঘটনা সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, গত শনিবার বিকেল হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তার জ্বর ও উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী আজকে অনুষ্ঠিতব্য সিণ্ডিকেটের সভা মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার এই গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে আজ ১লা ফেব্রুয়ারী তার কিছুসংখ্যক সহকর্মী তাকে তাঁর শহরস্থ বাসভবনে দেখতে আসেন। এসময় কিছুসংখ্যক উচ্ছৃংখল যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে এবং তার বাসার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাঁর বাসভবনের চারদিক ঘিরে ফেলে দরজা জানালার কাচ ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং ককটেল ফাটায়।

উপাচার্য বলেন, যুবকরা তিনি ও তাকে দেখতে আসা শিক্ষকদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জোর দাবী জানাতে থাকে এক পর্যায়ে তিনি তার নিজের ও পরিবারের এবং উপস্থিত সহকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এবং অনন্যোপায় হয়ে উপস্থিত অস্ত্রধারী উচ্ছৃংখল, যুবকদের চাপের মুখে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় হল ও ক্লাসসমূহ খুলে দেয়ার লিখিত আদেশ দিতে বাধ্য হন। পরে উক্ত আদেশসহ উচ্ছৃংখল ছাত্ররা রেজিষ্ট্রারকে তাদের সাথে নিয়ে আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে যায় এবং তার কাছ থেকে চাপের মুখে একটি বিবৃতিও স্বাক্ষর করিয়ে নেয়।

এছাড়া অপর এক বিবৃতিতে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার (তথ্য) উপাচার্যের জোরপূর্বক আদায়কৃত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানান।